অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ছোটগল্প

বীতশোক ভট্টাচার্য

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'দুইবার রাজা' আর অতুলচন্দ্র গুপ্তর কাব্যজিজ্ঞাসা একসময়ে প্রকাশ হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার প্রাচীনভারতের রসের তত্ত্ব থেকে রসদ সংগ্রহ করেন নি। দুইবার রাজায় রবীন্দ্রনাথ উৎস হয়ে উৎসাহ সঞ্চার করেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ আছে এখানে, রয়েছে রবীন্দ্র কবিতার উল্লিখন, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র ঐতিহ্য ও শিল্পায়াস সমন্বয়ের চেয়ে সংঘাতের পটে স্পষ্টতর ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ঋষিকবি পদবন্ধটিও আছে এ গল্পে। আছেনস্রষ্টা বিধাতা, তণ ও বালক কবির রচনার লগ্ন ও সমান্তরাল বিষয়টিও আছে। তবু এ ছোটগল্পে শেকস্পিআর চ্যাটারটন শেলি কিটস বায়রন হুইটম্যান সুইনবার্ণ দস্তয়েভস্কি গোর্কি নুট হামসুনের নাম প্রকীর্ণ হয়ে আছে। মারা যাবে তবু এ ছোটগল্প অমরকে নিয়ে, কিন্তু চ্যাটারটন, তণ শক্তিধর ও আত্মহা শিল্পী, এই প্রথমতো রোম্যানটিক কল্পনাকে দীপ্ত করলেন না। ওআর্ডসওয়ার্থ চ্যাটারটন সম্পর্কে লিখেছিলেন দ মার্ভেলাস বয়, দ স্লিপলেস সোল দ্যাট পেরিশড ইন হিজ প্রাইড। পীড়িত অভিমানের সে - দর্পণে দুইবার রাজার দর্প সত্যই কী আরও ঝলসে উঠল? কিটস চ্যাটারটনকে তাঁর এণ্ডিমিয়ণ উৎসর্গ করেছিলেন, দুইবার রাজায় কলেজে কিটসের নাইটিংগেল -ওড পড়ানোর অসারতার আলোচনা আছে, কিন্তু রোম্যান্টিকপ্রেম ও আদর্শের ভাবভাবনার অবাস্তবতা দেখানোর এই ভান এও কি বাংলায় নতুন কিছু? যে সব তণী ক্লাসে এইওড শুনত তাদের জীবনে ছেঁড়া - মোজা সেলাই করবার যুগান্তর যে এসেছে সে-কথা রবীন্দ্রনাথও তাঁর গদ্যকবিতায় শুনিয়েছেন। অধুনা ইংরিজিতে শরীরনির্ভর প্রেম বোঝাতেও রোম্যান্টিক বিশেষণটি লাগে, তবে এখানে শেলি কিটস বায়রনের নামের উল্লেখে অমরের পেছনেএকটি আলোর বলয় রচিত হয়েছে। সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ ও বাস্তববাদের হাত ধরাধরি করে আসায় কোনও দ্বিধা নেই। বুদ্ধদেব বসুর আছেন সুইনবার্ন, প্রেমেন্দ্র মিত্রর আছেন হুইটম্যান, যা - কিছু আহরণ অচিন্ত্যকুমার এভাবে সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছেন, নুট হামসুনও তাঁর একান্ত নিজের নন। সমসময়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় হাঙ্গার অনুবাদ করেছিলেন জর্জ এগারটন নামের আড়ালে - থাকা এক সাহসিকা, বিবাহ বিচ্ছেদ অভ্যস্তা সে - তরুণী তাঁর প্রেমে একসময় স্বয়ং হামসুনকেও জড়িয়েছিলেন। এমন ঘটেছিল কাফকা ও তাঁর তর্জমাকারিণী প্রণয়িনী মিলেনার ক্ষেত্রে। অচিন্ত্যকুমারের অনুবাদ ও অনুসৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে সে- ধাতের নয়, আট দশক আগেকার বাংলায় বুরজোআ বিকাশ স্বাভাবিকভাবে সে - জাতের নয়। দুইবার রাজা -য় মুসোলিনি এক আদর্শ হয়ে এসেছেন। এমন ভুল রবীন্দ্রনাথেরও হয়েছিল। হামসুনও হিটলারকে সমর্থনের জন্য অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছিলেন। আইসাক সিঁগার বলেছেন যে, বিশ শতকের কথাসাহিত্য হামসুন থেকে জন্মেছে। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ছোটগল্প, দুইবার রাজা-র অমরের জন্মও সেখানথেকে? না। রবীন্দ্রনাথ থেকে, উত্তরকালের রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ থেকে, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধরনের আগ্রহ ও নিশ্চেতনের উদ্দেশ্যমূলকতা সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ থেকেও তাঁদের যাত্রা শু হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র গুপ্তর বিনোদিনী প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়, তুলনায় অরাবীন্দ্রিক বরং ছিলেন তিনিই। যে - অচিন্ত্যকুমার অমাবস্যা কাব্যে রবীন্দ্র প্রভাবিত সে - অতিন্ত্যকুমারের দুইবার রাজা- তেও রবীন্দ্রনাথ অভিঘাত হেনেছেন। লুসী বা লুসাই এখানে বলছে 'বোহিমিয়াটা আর যাই হোক, আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা।' বহরমপুরের সঙ্গে বোহিমিয়ার মিল ধবনিসমতায়, আর কিছুতে নয়। মনীষ ঘটক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করেই বো

হিমিয়ান হয়ে যেতে পারেন নি। মিলান কুন্দেরা বলেছেন যে, তাঁর জন্ম যদিও চেকোস্লোভাকিয়া, তাঁর কথাসাহিত্যের চরিত্রদেরদেশ সেই বোহেমিয়াতেই। অচিন্ত্যকুমারের দুইবার রাজার তণ - তণীদের দেশ সে বোহেমিয়াতে নয়, বাংল াদেশে।

অচিন্ত্যকুমারের বেদে উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে এই সময়, পরে বেদেদের জীবন নিয়ে তিনি 'খেলাওয়ালী' নামে ছোটগল্প লিখেছেন। মাছ শিকারি বাদিয়ানীকে ভুঁইয়াসাহেব ইয়াসিনকে সাদি করতে পারল না, এই নিয়ে গল্প। এ হলে হতে পারত মৈননসিংহগীতিকার মতো একটি গীতিকার উপাদান। এর নায়িকা তরী, তরীতেই তার চলন, গান গায় সে বিচ্ছিন্নতার সে - গান মনসামঙ্গল থেকে উঠে আসে। ইয়াসিনের মনে হয় বটে তারা 'লখিন্দর আর বেহুলা। জুলেখা আর ইউসুফ।' কিন্তু এরা দুটি তেমন জুটি বাঁধতে পারে না,জুড়ি ভেঙে ট্র্যাজেডির নায়িকা হয়ে উঠতে পায় না। তরী শিল্পী, সে গান গায়। শিল্পী তো ভবঘুরে, যাযাবরের মতো কোনও দেশেই তারঘর নেই। ছন্নছাড়া ঐ জীবন থেকে ছুটি চাইলেও তরীকে কেউ ছ াড় দেয় না, এমনকি সে নিজেও না। তারাশঙ্করের রচনার বেদেদের থেকে অচিন্ত্যকুমারের বেদেরা আলাদা। যেমন গো র্কির গল্পের জিপসির থেকে ডি. এইচ. লরেন্সের জিপসি ভিন্ন রকমের। দুইবার রাজায় গোর্কি প্রসঙ্গ আছে, শোপেনহাওয় ারের প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। শোপেনহাওয়ারের দ্বারা প্রভাবিত লেখক লরেন্স, লরেন্স বুদ্ধদেব বসুরও এক প্রিয় সা হিত্যিক। লরেন্সের উত্তরকালের কিছু গল্পে দেখা দিয়েছে লেখকের নিজের শ্রেণীর বাইরেকার কিছু মানুষ--- সে হয়তো জিপসি বা কৃষক বা শ্রমজীবী, মধ্যশ্রেণীকে আদিমতায় ফেরানোর ডাক নিয়ে এসেছে তারা, তার থেকেও এক্ষত্রে বড়ো কথা এই যে,মধ্যবিত্তের সংস্কারের সীমানা টানা প্রথার বদ্ধতা থেকে মুক্তির শক্তিস্বরূপ তাদের আবির্ভাব, পরিস্থিতির বাইরে তারা তাদের মতো করে সুস্থিত, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর নাগরিক সমাজের ভালোমন্দের থেকে দূরে থেকেই তারা আত্মস্থ। অচিন্ত্যকুমার পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে, হিন্দু সম্প্রদায় থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ে ও মধ্যশ্রেণী থেকে নিম্নবর্গে গিয়ে এই ধরণের অব্যাহতির খোঁজ করেন। 'ভক্ত' 'জাতবেজাত' পুষের সঙ্গে নারীর প্রেম, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুতার পথে ধর্ম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, অন্তত বাধা সৃষ্টি করতে চায়। 'সাহেবের মা' গল্পে সাহেবের মা তার ছেলে সাহেবকে পেয়েছে ভাবলেও তার ভুল ভেঙে যায়। পারিবারিক সম্পর্কের সংরক্ত আগ্রহে তন্ন তন্ন করে এমনআবিষ্কারে অচিন্ত্যকুমারের ঝোঁক এখানেও চোখে পড়ে। ছোখে পড়ে নগর থেকে গ্রামে পটভূমি সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক এপিগ্রামের বদলে দেশজ প্রবাদ প্রবচনের সক্রিয় ভূমিকা। তবু জাত বেজাত গল্পের সমাপ্তি আরোপিত হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমানের দূরত্ব গরিব বড়লো কের দূরত্বের থেকে কম একথা শিল্পিত বিশ্বাসযোগ্যতা পেতে পরে না। মুচিবায়েন, হাড়ি হাজার, মেথর, ধাঙড় -- এসবঅচিন্ত্যকুমারের এক একটি গল্পের নাম হয়। কিন্তু পূর্বজ লেখক বনফুল এবং অনুজ লেখক সমরেশ বসু যেমন যাথ ার্থ্যে ওস্পষ্টতায় এসব পটভূমি পরিস্ফুট করেন এক্ষেত্রে তা হতে পারে না, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মজীবনীক উপাদানের নির্ভরস্বীকার করেও এই জাতীয় গল্পে পটভূমিকার দ্বন্দ্ব থেকে যায়। তারই মধ্যে 'মুচি বায়েন' গল্পটি শিল্পী - চরিত্রের মধ্যবর্তিতায় সফল বোধ হয়। ভোলানাথ ঢোল বাজানোর প্রতিযোগিতায় যার কাছে হেরে গিয়েছে সেই ভবঘুরে শিল্পী তারাপদ বায়েনকে চুক্তি করে ঘরে এনে তোলে। স্বামীর পরাজয়ে যে পরাজয় মানে সেই ভোলানাথের ঘরণী গোর াশশী যে চুক্তিবদ্ধতার কথা জানে না। সন্দিগ্ধ বৃদ্ধ স্বামীর তণী স্ত্রী গোরাশশী তারাপদর আবির্ভাবে বিরক্ত হয়, যুবতী শরীরে মূল্যে তাকে ক্রয় করতে চায়, উলটে তারাপদ তাকে দশটাকার নোট ধরিয়ে দেয়। সাল ১৩৫৪য় গোরাশশীদের কাছে দশটাকার দাম অনেক, কিন্তু তারপদ গোরাশশীর কথামতো পরের ভোরে বিদায় নিতে চাইলে গোরাশশী তারাপদর দেওয়া দশটাকা কুচি কুচি করে উড়িয়ে দেয়। সকালে ভোলানাথ বলে, তারাপদর সঙ্গে এরকমই চুক্তি ছিল। ঢাকেরকাঠির বদলে ভোলানাথ দুহাতে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। গোরাশশী পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, এ ব্যাপারটি নতুন দেখা যায়। বাজিয়ে ভোলানাথের স্ত্রী যে কোনও ভাবে স্বামীর গরবিনি থেকে যেতে চায়। বাজিয়ে তারাপদরা পথেই হারিয়ে যায়।

পরবর্তীকালে 'ফুটনোট' গল্পে অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গটিতে তির্যক দৃষ্টিতে দেখেন। কথাসাহিত্যিক প্রবীরের রচনা চলচ্চিত্রে অর্পিত হয়েছে। ছবিতে কাহিনীর নাম বদলেছে, ঢাউশ বিজ্ঞাপনের শেষদিকের এক কোণায় খুদে খুদে হরফে কাহিনীক ারের নাম মাত্র রয়েছে। প্রবীর বোঝে 'সাহিত্যিক তো বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোট।' কিন্তু অবুঝ স্ত্রী সঙ্গত কারণে ছবি দেখবার অন্তত সাতখানা পাশ প্রত্যাশা করে। প্রিমিয়ার শো, শুভমুক্তির দিন চলে যায়, কিন্তু লেখকদের নিমন্ত্রণ আসে না। ছবি জনপ্রিয় হয়েছে শুনে স্ত্রী আলো হয়েওঠেবটে, কিন্তু 'একদিন লুকিয়ে যাবে নাইট শো - তে?' স্বামীর এমন প্রস্তাব শুনে

তাকে সস্ত্রীক হিট ছবিটি দেখার জন্য লুকিয়ে তিনটি টাকা দেয়। নিজে এই লেখক গোষ্ঠীর একজন বলে রচয়িতার আশা অ াশাভঙ্গ লোভ ও সলজ্জ ক্ষোভের প্রতিটি ঘাট এই আড়াই পৃষ্ঠার ছোটগল্পে বেজে বেজে ওঠে। বিষয়টি গলসওআর্দির একটি গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'আর্টিস্ট' গল্পটিতে আছে শিল্পীর অপমৃত্যুর সংবাদ। কবি - কথক প্রসাদ কথাসাহিত্যিক বন্ধু চুনীলালের অকালপ্রয়াণের দুঃসংবাদ পায়। চুনীলাল লিখত নিজের তাগিদে, নিজের লেখার ঢাক নিজে পেটানোর কিংবা অন্যকে সে - ঢাকের কাঠি করবার প্রক্রিয়া তার জানা ছিল না। 'মুর্খ পাবলিকের বুদ্ধির সমতলতায় সে নেমে আসতে পারে নি, তাই তার উপর ভাড় াটে ছুটো সমালোচকরা প্রসন্ন ছিল না।' অথচ তার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশের পর তার সব বই দ্রুত নিঃশেষ হতে থাকল, মঞ্চস্থ ও জনপ্রিয় হল তার নাটক, সমালোচনা তার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। চুনীলাল স্মারক ভাণ্ডার ফুলে ফেঁপে উঠল। দেখা গেল 'মৃত্যুই আজ তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন, শ্রেষ্ঠ রচনা।' এমন সময় চুনীলাল আবার অবতীর্ণ হল, বন্ধুকে জিজ্ঞ াসা করল 'জমল কত আমার ফাণ্ডে?' 'তুই না মরে গেছিস?' বন্ধুর এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলল 'মরেই গেছি তো নিঃশেষে মরে গেছি। ...আমি তো আর সাহিত্যিক নই, আমি এখন অমরেন্দ্রর কাঠের কারবারে।' একদা - সাহিত্যিক এখন সে - পূর্বপরিচয় গোপন - রাখা ব্যবসায়ীর এ চরিত্রটি বুদ্ধদেব বসুর গল্পে আছে। সেকালে অপ্রকাশিত জীবনানন্দর একটি গল্পেও আছে সংবেদনশীল বেকার বাঙালি যুবকের আসামে কাঠের কারবারে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গ। টমাস মান তণ বয়সে ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যও রচনা করে গিয়েছেন বাঙালি ছোটগল্পে সে - প্রবণতার সাক্ষ্য নেই।

'পিক - আপ' গল্পে সভার উদ্যোক্তার হাতে লেখক বক্তার দুর্দশা একই সঙ্গে সকণ ও সরস, কিন্তু গল্পের শেষে পলাতক বক্তা যখন মহিলাসংঘের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন তখন স্পষ্ট ব্যঙ্গের ছোঁয়া লাগে। 'কুমারী' গল্পে মা মেয়েকে প্রশ্ন করেন 'শুয়ে নভেল পড়ছিলে?' উত্তরে মেয়ে বলে ' মোটেই না। শরৎচন্দ্র পড়ছিলাম।' সাম্প্রতিক কথা-সা হিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র পড়েন না, এখন আকাশে অন্য অন্য চন্দ্রের উদয়ের কথা এ গল্পে বলা হয়। কবি সম্পাদক অজয়, নাট্যকার সন্তোষ, অধ্যাপক সুনীতীশ এঁদের এ গল্পে যেভাবে পরিহাসের বিষয় করা হয়েছে সে - ভঙ্গিমা পরশুর ামের ভঙ্গি মনে করিয়ে দেয়। 'কিশোরী ভজনের ই বটে, কিন্তু এ ললিতা সে ললিতা নয়, এ হচ্ছে লো - লি- তা।' বা প্রেমপত্র 'ও সবও একরম গদ্যকরিতা। নিজের বাসনাকে এক্‌জসল্ট করবার উপায়।' কিংবা 'ও অথর্ব বেদের ভাষ্যকার। ....মানে জড়, নিশ্চেষ্ট, অকর্মণ্য, ও তার পণ্ডিত।' এ ধরণের বত্র উক্তির মধ্যে তাঁর সহাস্য তীক্ষ্ণ সমাজ - সংস্কৃতি সাহিত্যের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচ্ছন্ন থাকে নি।

'ডিস্‌ক্‌' গল্পটিতে সহৃদয় এক পুষের জবানিতে এক মহিলা শিল্পীর কথা প্রাধান্য পেয়েছে, এবং কথকের স্ত্রীর উপস্থিতিতেএকটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর প্রতিভাস সৃষ্টি করেছে। দাম্পত্য - সম্পর্ক অচিন্ত্যকুমারের প্রিয় প্রসঙ্গ, পুষলেখক এবং অথবা পুষ - কথক প্রতিবেশিনী গায়িকা শেফালি রায়ের গান ডিস্‌কে শুনেই গায়িকার গান আকৃতি ও প্রকৃতির সুষমা কল্পনা করে নিয়েছেন "দেখছি তার মুখে ধ্যানের তন্ময়তা, দুচোখে বিগাঢ় ভাব,উৎক্ষিপ্ত গ্রীবায় সুকোমল শান্তি, শরীরের রেখা ও চওড়া সুরের শিহরণে প্রস্ফুটিত। গলায় এমন উন্মাদনা, এমন বিকিরণ, এমন আত্মদান আরও কে াথাও দেখিনি।" দেখছি ও দেখিনি ও দুটি ক্রিয়ার ব্যবহার করাহয়েছে সুরের অনুষঙ্গে। বাস্তবেও দেখা গেল 'শেফালির দেহই দীপ্ত গীতরেখা।' ফলে প্রতিবেশিনীর স্ত্রীর চক্ষুশূল এবং স্বামীর মানসী হয়েউঠল। তারপর গায়িকার গান বন্ধ হয়ে গেল, শরীর ভেঙে গেল। কিন্তু স্বামীর কাছে ডিস্কে আধারিত গানটিই প্রিয় হয়ে থাকল, ফলে সেই ডিস্‌ক ভেঙে ফেলা ছাড় া স্ত্রীর আর কোনও উপায় থাকল না। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এ গল্পের অন্য পাঠ সম্ভব। ১৩৪৫ এপ্রকাসিত এ গল্প এখনও সাম্প্রতিক মূল্য হারায় নি। 'পরাবিদ্যা' গল্পটিতে এক পেশাদার প্রেমিক পত্রলিখনকে শিল্পের পর্যায়ে তুলে দিয়েছে,সব তণীকে তার চিঠি 'একই কার্বন - কপি' "তুমিই আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার বৃষ্টির পরেকার রামধনু, আমার হিরন্ময় অন্ধকার--- ...আমিই তোমার রাখাল নায়ক, তোমার সঙ্গীতসিন্ধুর ডুবুরি....তুমিই আমার অন্তিমা, শেষতমা---" আধুনিক আলোচক এ নমুনাটিকে কীট্‌শ্‌ (Kitsch) বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন হয়তো, কারণ এ পত্রের ভ াষারীতি প্রদর্শনপরায়ণ ও অচিকর, কিন্তু ভাবাকুল বাঙালি ভাবালুতাকে সাধারণভাবে তৃপ্ত করে ব'লেই, এবং অচিন্ত্যকুম ারের বিশিষ্ট ভাষাশৈলী এ নমুনায় কমবেশি প্রতিধবনিত বলেও, এ পত্র শিল্পকর্ম। গল্পটির শেষে সেই পরিশীলিত প্রেমিকের

মুখে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রয়োগ একদিকে ঐ আচছন্নতা কাটিয়ে দেয় এবং অন্যদিকে আর - একরকম ঘোর ঘনিয়ে আনে 'তুমি কী লক্ষ্মী! কী সোনার মাইয়া! একমাত্র তুমিই বিয়ার কথাটা কইলা।' পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকপ্রেমিকার দলে বিপরীতে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ ঘরণীর এই ভাষাভাষি একটি দ্বিক - সম্পর্ককেও স্পষ্ট করে। পরেকার গল্পকারদের মধ্যে বিমল কর এই জাতীয় গল্পরচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'দস্তখৎ' গল্পে গ্রামে দ্বিতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার অ াবেদনপত্রে হলধর তার প্রার্থিত সইটি দেয়নি, কারণ বাবুরা এত বছরে তাকে শুধু সই করতে শিখিয়েছে, পড়তে শেষায় নি। কবে হলধরের ছেলে লেখাপড়াশিখে বাপের হয়ে এ আবেদনপত্রে সই করবে তাই হলধর এ কাগজ ভাঁজ করে চালের বাতায় গুঁজে রাখে। শিক্ষকের এ ভণ্ডামি পরে তাঁর 'মুন্সি' ছোটগল্পে ফিরে এসেছে। চরগর্জনে লেখাপড়া শেখাপড়া শেখ ানোর ছল করে মুন্সি 'ছাত্রের মাইনে, ধর্মের মুনাফা,মহত্ত্বের মাশুল' আদায় ক'রে পালিয়েছে, চরআন্ডারে এ বার এ ধ ারবেতনের মক্তব খুলে বসেছে। একবছের সোনাউল্লাকে সে সনা শিখিয়েছে, আর উজ্জত আলিকে ই। ইজ্জত মাঠে পাতা নিয়ে যায়। সোনাউল্লা গ বাঁধে। ভাবে মুন্সিসাহেবের বিদ্যার জাহাজে তারও একদিন দিগন্তেপাড়ি দেবে। বিভূতিভূষণের গল্পে এ রকম স্বপ্নদর্শী শিক্ষার্থীকে দেখা যায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ও জসীমউদ্দীনের নকশিকাঁথার মাঠ প্রক াশ হয়েছে অচিন্ত্যকুমারের টুটাফুটা ও বেদে -র পরেরবছর, ১৯২৯-এ। কিন্তু গ্রামীণ মানুষদের কথা-কাহিনী রচনায় অচিন্ত্যকুমার এ দুজনের অগ্রপথিক হতে পারেন নি।

আইনশিক্ষা ও বিচারকের অভিজ্ঞতা অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে যোগান দিয়েছে, এবং তাঁর জীবনদর্শন গঠনের কাজেও সত্রিয় হয়েছে। আর . এল. স্টিভেনসন আইনের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভ্রমণ তাঁকে রচনার উপাদ ান এনে দিয়েছিল। বৃত্তির সূত্রে অচিন্ত্যকুমারকে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় থাকতে হয়েছে স্থানগত বিভিন্নতা তাঁর গল্পে বিচিত্র সব চরিত্র অবতারণার সুযোগ এনে দিয়েছে, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ছোটগল্পকার অন্নদাশঙ্গরের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের তুলনা এক্ষেত্রে সহজেই মনে আসে। দুজনের সুচয়িত শব্দবিন্যাস, গদ্য স্পন্দের সংবেদন, অন্তর্লীন কাব্যময়তা, বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা, জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভঙ্গি, রোম্যানটিক মিসটিসিজমের প্রবণতা এবং বিচারের সূত্রে বিপুল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের বিচিত্র বিস্মিত অভিজ্ঞতা তাঁদের দর্শনকে মহত্ত্বে পূর্ণ করতে হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে দৃষ্টির পরিসর যত বিস্তৃত অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পে তা ততটাই গভীর।

মানবতার বিকাশের উপযোগী যে অন্তর্গত, একান্ত প্রয়োজনীয় এবং স্থায়ী আন্তঃসম্পর্কের জাল বিচারক - লেখক তা বিশেভাবে সক্ষ্য করেছেন। আইনের জ্ঞান তাঁকে এই বিশেষ-প্রত্রিয়ার পরিণতি সম্পর্কে যেহেতু পূর্বেই অবহিত করেছে ত াই তাঁর ছোটগল্প, স্বাভাবিকভাবে সংগঠনের গাঢ়বন্ধে এবং একাগ্র পরিণামে স্বচ্ছন্দ ও সুস্থিত। নিয়মের ধারণা ও আইন একাকার না হলেও অঙ্গাঙ্গী। ঋতসম্পর্কে, ঋিবিধানে নির্ধারিত নিয়মসমূহ সম্পর্কে, অবধারণের বোধ ক্কচিৎ অচিন্ত্যকুম ারের ছোটগল্পকে মহিমায় অন্বিত করেছে। যেমন, 'গার্ডসাহেব' নামের প্রৌঢ় গল্পটি। বদ্ধদায় মানুষের আধ্যাত্মিক অস্তিব াদের বোধ এবং জনীনমৃত্যুর সংকীর্ণতম সীমান্তে দাঁড়ানোর মৌহূর্তিক ও উন্মথিত অভিজ্ঞতার চরমতা রচনাটিকে ক াব্যসুরভিত প্রতীকীমূল্য সমন্বিত মহিমায় সম্পূর্ণ করেছে, অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে এর বিশেষ তুলনা পাওয়া যায় না। গ ার্ডসাহেবকে প্রথম থেকেই নির্বাচন করতে হয়েছে। দশ বিবাহবার্ষিক উদ্‌যাপনের বিশেষ রাতটিতে সে তার বধূকে নতুন করে পাবে, তাই প্রয়োজন হলে নিজেকে বাড়িতে গরহাজির দেখাবে, সিকরিপোর্ট করবে, না কলপিওনের কিতাবে সই করে রাত দুটোয় সচল মালগাড়ি প্রহরার দায়িত্ব নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়বে। গার্ডসাহেব কর্তব্যে সাড়া দেয়। অন্ধকার নিসর্গের মধ্যে গাড়ি পার্টিং হয়ে গেলে, বাকি আধখানা ট্রেন নিয়ে ড্রাইভার বেরিয়ে গেলে প্রায়-অতিপ্রাকৃত সে পরিবেশে গার্ড সাহেব ভয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়বে, না অপরিচিত অন্ধকারে একাকী ডিটোনেটর রেখে লাল বাতির বিপদজ্ঞাপক নিশ ানায় জেগে থেকে পরবর্তী ট্রেনের যাত্রীদের সমূহ সর্বনাশ থেকে বাঁচাবে। গার্ডসাহেব নিশানধারী প্রবরীর দুরূহ কর্তব্যই নির্বাচন করে নেয়। কিন্তু সে অনুভব করে এই প্রত্ন অরণ্য, এই সুমহিম পর্বত, এই উপসাসমুখ নির্ঝর, এই অন্ধ অন্ধকার ত ার পরিত্যক্ত অসঙ্গ অস্তিত্বের উপর দুর্বহ ভারের মতোচেপে বসছে, এক বিরাট উপস্থিতির ভীতিজনক ব্যাদান তাকে গ্রাস করে নিতে আসছে। সন্ত্রাসের আতঙ্কের ঐ মুহূর্তটি তার কাছে চিত্তের মহাজাগরণে রূপান্তর চায়

এই বোধ হয় মৃত্যুর আবির্ভাব।

কিন্তু পেছনের সেই উদ্দাম ঊর্ধ্বগতি ট্রেন কই ?

না, তার বদলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পূর্ণিমার চাঁদ
লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। পুবে লাল হয়ে জাগছে সুগোল
সূর্য। নিবারণের মনে হচ্ছে সেই বিরাট পুষ দুই হাতে
সোনার খঞ্জনি বাজাচ্ছেন। জন্মমৃত্যুর কঞ্জনি।
গাইছেন নবজীবনের কীর্তন।
সমস্ত মৃত্যুর পর এই নবজীবনের সঙ্কেত, সমস্ত ক্ষুদ্র অস্তিত্বের
পর এই বিরাট এক সত্তার অনুভব---এইটিই আজকের উপরি - পাওনা।
আজকের নয়। অনন্তকালের।

উপরি-পাওনা শব্দটিও ঘুষখোর গার্ডসাহেবের প্রতি শ্লেষটুকু অতিক্রম করে গল্পটি এক অতিরিক্ত প্রাপ্তির--- রিক্ততা থেকে অপর্যাপ্ত সম্যক প্রাপ্তির মহত্ত্বপূর্ণ সঞ্চয়ে উপনীত।

গার্ডসাহেবের নাম নিবারণ, তিনি হতে - পারত এমন ট্রেন-দুর্ঘটনা নিবারণ করলেন। অচিন্ত্যকুমারের উত্তরকালে ছোটগল্পে ক্রমশ এমন তাৎপর্যসূচক নাম ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে, সম্প্রতি বুদ্ধদেব গুহর গল্পে যেমন শুধু অভিনবত্বের জন্যই নতুন নতুন চরিত্র নামকরণের ঝোঁক এ প্রবণতা তেমন নয়, বরং তাঁর গল্পে ব্যক্তিনাম অভিধেয় অর্থ অতিক্রম করে গল্পটির পক্ষে তাৎপর্যে পূর্ণ ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হয়, নাম প্রতীকী মূল্য অর্জন করে ছোটগল্পটিকেও যেন প্রতীকী তাৎপর্য দিতে চায়। বিমল করের উত্তরকালের একপ্রস্থ ছোটগল্পে যেমন ফেবলএর লক্ষণ রয়েছে, এ তেমনভাবে উপদেশধর্মী নয়। তলস্তয়ের ভাবশিষ্য অন্নদাশঙ্করের রচনায় ফেবলএর লক্ষণ হয়তো আশা করা যেত, অচিন্ত্যকুমারে তা তেমন লক্ষ্য করা যায়না। ১৩৭২ এর একটি গল্প 'কালের ললাট'। এ গল্পের কথকটির প্রেমিকার নাম তৃষ্ণা, সে তৃপ্তি দেয়, আর প্রিয়তম গাছটির জন্য গোঙায় এবং গঙ্গামণি যেন 'একটা কান্নার সমুদ্র হয়ে যায়। সুপ্রযুক্ত এমন নামবাচকতার সঙ্গে পৌরাণিক উল্লেখও জড়িয়ে থাকে। যেমন পূর্বোক্ত 'কালের ললাট' গল্পে শিশুটির ধাত্রী শীতলের মা। শিশুর ধাত্রী ষষ্ঠী হওয়ার কথা, এবং শীতলা জ্বালাহারিণী নয় যন্ত্রনাদায়িণী, কিন্তু নবজাত সন্তানটিকে যেহেতু তার নিজের মা-ই দেখে না, তাই শীতলের মা এ গল্পে শীতলা হয়ে যায়। পুরাণনির্ভর নামকরণের এই প্রবণতা অচিন্ত্যকুমারের এই জাতীয় গল্পকে সাংগঠনিক বিশ্লেষণের আওতার একটি এগিয়ে দেয়। পতিতার প্রেম বুদ্ধদেব বসুর রচনারও একটি প্রসঙ্গ, অচিন্ত্যকুমারের প্রতিমা গল্পটি নারী চরিত্রের প্রতিমা নামকরণেৰ জন্য অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হয়, মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণে বেশ্যার দরজার মাটি আনবার আচার ছিল, কিন্তু ঘাতক প্রেমিক অসহায় ও নিপায় ভাবে উপলব্ধি করে "কিন্তু এইটুকুই শুধু জানা নেই প্রতিমাকে কী করে ফের প্রতিমা করা যায় 'কুমারী' গল্পে ইনসপেক্টরমুখার্জির 'আপনাদের বুঝি মহাদেবের সংসার?' এ জিজ্ঞাসার উত্তরে যখন শঙ্করনাথ ধুর্জটি শিবনাথ অমরনাথ শঙ্করী গৌরী উমার নামাবলি খুলে বসেন তখন এই জাতীয় পারিবারিক নামকরণ সরসভাবে সংসারের ভেতরকার অসঙ্গতিও দেখিয়ে দেয়। পিতামহ ধূর্জটি, পিতা শঙ্কর, পিতৃব্য শিব, কন্যা শঙ্করী গৌরী উমা সে পরিবারের অসঙ্গতির স্মারকচিহ্ন বোধ হয়। সঙ্গতিপূর্ণ সুষমাময় ঋিজননী যে বিধানকে লোগোস, তাও বা ঋত বলা হয়েছে তাদের থেকে ধর্ম শব্দটি অচিন্ত্যকুমারের বেশি প্রিয় মনে হয়। তাঁর সমাজ সমস্যার কিছু গল্পে হিন্দু বা ইসলামধর্মনির্ভর কোনও কোনও প্রথা আচারানুষ্ঠানের সমালোচনা আছে। যেমন 'ভক্ত' গল্পে কালীপদর, ধর্মীয় অনুশাসনেতাড়িয়ে জামিলার প্রেমিকের, মনে হয় 'ঠাকুরের চোখ নেই। শুধু নিষ্ঠুর পাথরের নিষ্পলক অন্ধতা।' কিছু মানবধর্ম তাকে অন্য কথা শেখায় 'ঠাকুরের চোখ কই! আশ্চর্য জামিলার চোখের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়ে আছেন। তারাশঙ্করের ছোটগল্পেরও এমন ধর্মনির্ভর মানববাদের দেখা মেলে শেষ পর্যন্তই।

পুরাণপ্রসঙ্গ ও শব্দপ্রতীক এক একটি গল্পে অন্তিম ব্যঞ্জনা এনেছে। যেমন, 'বিন্দু' গল্পে প্রেমিকা শুক্তির নাম নিয়ে খেলা শুহয়েছে সরস ভঙ্গিতে 'এতদিন তোমাকে শুক্তি বলে ডাকতাম, এখন মানে, পরে তোমাকে না শুক্তো বলে ডেকে ফেলি।' গল্পটির শেষেএসেছে স্নানের এবং ডুব দেওয়ার জলজ অনুষঙ্গ। এবং শেষে শুক্তি আর অনীকের বাধাবন্ধহারা প্রেম বিয়েতে এবং শুক্তির মধ্যেকার শুক্তোর একটি অন্তর্লীন কল্পচিত্র টলটল করে উঠেছে। এ সেই ক্ষণ যখন স্বাতী তারার জল নাকি মুক্তোর জন্ম দেয় "বিহ্বল চোখে তাকাল শুক্তি তন্ময়ের মত বললে, 'আর বলতে গেলে এ জীবনটাও তো শুধু একটাই মাত্র মুহূর্ত।' 'এ একটা আশ্চর্য বিন্দু।" রূপবাদীরা এগল্পের যে সময়ক্রমিক শৃঙ্খলা--- দুই প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়---

দুজনেরই বাড়িতেই সমস্যা --- তবু উভয়ের প্রেমজ বিবাহে সমাধান--- ঘটনার এই অনুক্রম শুক্তির মোটিফে বিন্যস্ত হয়েছে , শুক্তো থেকে মুক্তোতে তার অভিমুখ চিহিত। শুক্তি নাম্নী নারীর শুক্তো বা মুক্তোয় বিপরিচায়নের ফলে রচনাটি বিস্ময় রস উৎপাদনে সমর্থ হয়েছে।

সাম্যবাদীদের সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের একধরনের অপ্রসন্নতা আছে। 'কাঠ' গল্পে দেখা যায় কাঠবিক্রি করা মাঝিদের সঙ্গে নিয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাছ থেকে কাঠের দাম আদায় করে দিতে এসেছে তিন বামপন্থী। মধ্যবর্তী ভদ্রলোক এজন্য স ম্পূর্ণ দায়ী করেছে তাতে জ্বালানি কাঠ সরবহাহ - করা চাকরকে, তাতে সে যেভাবে পারে সেভাবে কাঠের দাম মিটিয়ে দিতে বলেছে, এবং চাকরটি তার একমাসের রোজগার জ্বালানির দামস্বরূপ মাঝিদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। 'তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে তার বাড়ি তৈরির কাঠখড়ের স্বপ্ন। তার সর্বস্ব।' কমিউনিস্টরা সেখানে বলেছে 'গরিবের টাকা ঠকিয়ে নিতে দেব না।' বলেছে বটে, কিন্তু গরিব মাঝি না ঠকলেও গরিব চাকরকে স্বেচ্ছায় এবং প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠকতে হয়েছে। সাম্যবাদী নজলের বন্ধু অচিন্ত্যকুমারের এই সাম্যবাদ বিরূপতার কারণ হল তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান এমন বললে সমস্যা সরল করে আনা হবে, বিচারক অচিন্ত্যকুমার বৃত্তিবশে আইনের সমর্থক, স্তি মার্কসবাদ যে আইন সম্পত্তির সংরক্ষণ সামাজিক অসাম্য এবং শ্রেণিগত অধিকার বজায় রাখতে চায় সে - আইনের প্রবলভাবে বিরোধী। মানুষ অচিন্ত্যকুমারও উদারনৈতিক মানববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায্য কিছু হতে চান না, কিন্তু বাস্তবে তা হতেই থাকে। সম াজতন্ত্রেপরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটা পর্যন্ত আইনের নির্বিকল্প অবস্থান কট্টর বামপন্থীরও বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দাবি করে। আইনের আর-এক ছাত্র কাফকা তাঁর কথাসাহিত্যে মন্তব্যযোগ্য পরিচ্ছন্ন গদ্যে এই অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের পৃথিবীতে পুতুলপ্রতিম মানুষের মুক্তিপ্রয়াসে অন্বেষা কীভাবে মানুষের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান আমলাতন্ত্র ও তথাকথিত সুবিচারের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকে তবে বিমর্ত সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে এক্ষেত্রে বিষণ্ণতার সঙ্গে প্রসন্নতা-ও উভযোজী সম্বন্ধে অন্বিত। 'সরবানু ও রোস্তম' গল্পে স্বামী তদের বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন ইচ্ছামতীতে ভেসে পড়েছে। ''তাদের জীবনে এমন একটা দিন কোনদিন আসেনি। তাদের চারদিকে উকিল - মুহুরি আমলা - ফয়লা সাক্ষী - সাবুদের ষড়যন্ত্র----তারই মধ্যে থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে তারা। চলে এসেছে নদীর উপব, ঝকঝকে আকাশের নিচে। আর কে তাদের ধরে। যদি ধরে, জলে লাফিয়ে পড়বে তারা। সাঁতারে পার হয়ে যাবে।'' জীবনের সমুদ্র এভাবে সাঁতরে পার হওয়া যায় ন া, কিন্তু এই মুক্তির দামই বা কম কী।

সুবিচার ও অবিচার কীভাবে নীতিবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত, মঙ্গল ও অমঙ্গলবোধ কীভাবে সমাজে বিতরিত হয়--- এসব মূল প্র্ম তাঁর সমকালীন গল্পকারদের তুলনায় অচিন্ত্যকুমারকে বোধহয় বেশি ভাবিয়েছে। এই সূত্রে সমাজে চরিত্রদের গৃহীত ভূমিকা, তাদের সামাজিক অবস্থান, কাজ ও বেতন, দলিল ও ক্ষতিপুরণ, অপরাধ ও শাস্তি, গুণাবলি ও তার স্ বীকৃতি, অধিকার ও কর্তব্য তাঁকে ভাবিয়েছে। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক অবিচার সম্পর্কে সচেতন, তাঁর এমন উপস্থাপনের অর্থ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ তাদের মূলঅন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সহজেই বুঝেছে এ ধরনের শোষণ চলা উচিত নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকে এই পুরোনো দিনের নিয়ম পালটানোর সময়এসেছে। তাঁর 'নতুন দিন' গল্পের শিক্ষিত মহাজন জমিদার সুন্দর খাঁর কথামতো ভোট দেয় না। নিরক্ষর দরিদ্র জোনাবালি, সে ভাবে 'এই পচা পুর্থিটা শেষ হয়ে যাক,' কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত নতুন বাদশাহি আর আসে না, বরং সে শোনে 'খাজনা না দেওয়া চুরিডাকাতির সমান,' জমিদার এই মোক্ষম অস্ত্রে তাকে অন্যায়ভাবে ঘায়েল করল একটা মর্মে মর্মে বুঝে সেনাবালি তার স্ত্রীকে বলে যায় 'হা লিমের মা, জেলটা একবার ঘুরে আসি। আমাদের নতুন দিন বুঝি ঐখানেই আটকে পড়ে আছে।'

হর্হে লুই বর্হেস বলেছিলেন যে, অস্কার ওআইল্ড শুধু উইটি নন, ঠিকও বটে। অচিন্তকুমারের ব্লেষে দীপ্ত ছোটগল্পের যাথ ার্থ্যের কথাও এইভাবে বলা যায়। অস্কার ওয়াইল্ডের কথা মনে আসে কারণ ওয়াইল্ড জানতেন, নান্দনিক দ্রোহ বর্তমান ব্যবস্থার বিদ্ধেপ্রথম বিদ্রোহ। অচিন্ত্যকুমারের প্রেমের গল্পে এই নান্দনিক দ্রোহ আয়তনবান হয়ে উঠেছে, গল্পের সুস্পষ্ট সুন্দর সমাপ্তির সুরটি ধরিয়েদিয়েছে। 'প্রাসাদশিখর' গল্পে প্ল্যানচেটের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ থেকে বিপত্নীক নায়ক ও সদ্যই বিধবা নায়িকা অন্ধকারে এবং আলোতেও প্রকৃতিস্থ ও আত্মস্থ হয়ে উঠবার মৌল অধিকার এভাবে ফিরে পেয়েছে পোর কৌটো খুলে আঙুলে করে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল কপালে।

এ কি, স্পষ্ট ছোঁয়া যায় যে। কঠিন মাংসল কপাল। স্পষ্ট চুল। স্পষ্ট সিঁথি।

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঝাঁজালো আলোটা জ্বালালো সুপ্রিয়।
চেঁচিয়ে উঠল নারীমূর্তি একি, স্বপ্ন তো আমিও
দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো শাশ্বতী নই, আমি ক্ষণিকা।
কেন এরকম হলো কে জানে। আচ্ছন্নের মত বলল সুপ্রিয়
তবে, চিরকালই আজ যা ক্ষণিকা, কাল তাশ্বাতী।
অন্ধকারে আলো জ্বেলে শাশ্বতীর মধ্যে ক্ষণিকাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার এই মোটিফটি ফিরে এসেছে 'ছাত্রী' গল্পে। দাম্পত্যের বিচ্ছিন্নতাবোধে স্বামী তার কন্যার গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে কন্যাসমা সঙ্গিনীর খোঁজ করে, আর স্ত্রী তণ গৃহশিক্ষকের সঙ্গে শরীরী ও সপ্রেম সম্পর্ক স্থাপন করে কন্যা ও পিতার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। গৃহশিক্ষক ছাত্রী হতে ইচ্ছুক কন্যার মাতাকে এমন পাঠদেয় যাতে স্বামী আর স্ত্রীর পুনর্মিলনের সূত্রটি সংস্থাপিত হয় অন্ধকারে, আলোয়, এবং নির্বাধ অন্ধকারে গৃহশিক্ষক ছাত্রীর- মাকে ছাত্রী ভূমিকায় পাঠ দেয় এইভাবে।
'দেব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিমান। 'আপনি কুমারী সেজে ক্লান্তকায়া ছাত্রীর ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন জানালায়, বারান্দার দিকে পিঠ করে, তাকিয়ে থাকবেন নতুন অন্ধকারের দিকে--- হাতের কাছে সুইচটা থাকলেও আলো জ্বালবেন না০০০' তারপর?
'তারপর আর বলে দিতে হবে না।' মুখটা ঈষৎ উঁচু করে বাসবী। 'তারপর সমস্ত আমার মুখস্থ।'
'সমস্ত' আর 'মুখস্থ-র অনুপ্রাস আগ্রহ্য করা যায়, কিন্তু ছাত্রী ও প্রেমিকার কাছে অর্থবহ 'মুখস্থ'র ৱেষকে মান্য করতেই হয়। অথচ এমন বত্র উক্তির অভিমুখ এক সরল ও সুন্দর সমাধানের দিকে, যেখানে বহুদিন পরে স্বামী স্ত্রী সাহসী ও কান্তিময় আলিঙ্গনে পরস্পরকে সহসা ফিরে পায়। সমস্ত মৌল মানবিক সম্পর্ক সমূহের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার নরনারীর সম্পর্ককে সূক্ষ্মতা ও শক্তিসত্তায় আবিষ্কার করতে বেরিয়ে বিয়ের সম্পর্কের যাথাযথ ভিত্তি খুঁজতে গিয়েছেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত লেখকের প্রগতি সময়সীমিতভাবে এপর্যন্তই। রবীন্দ্রনাথের গল্পে দুটি অবিবাহিত তণ তণীর নির্জন এক রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা নান্দনিক, গোর্কির গল্পে তা নির্দ্বিধায় মানবিক অস্তিত্বরক্ষার যোগসূত্র, কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের 'দ্বিতীয় জীবন' গল্পে অনাত্মীয় দুটি তণতণী বিরলে একঘরে রাত্রিবাসে বাধ্য হওয়ায় অপ্রতিভ, খুব বেশি হলে ঐ অপ্রতিভতা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় অতিরিক্ত সপ্রতিভ। গল্পের শেষে পুষটি তার পরিচয় না দিয়ে তণীর কাছ থেকে বিদায় নেয় এই বলে 'সব পরে হবে। দ্বিতীয় জীবনে হয়।' হিন্দুর জন্মান্তরের সংস্কারে এই জন্মের অপ্রতিদত্ত প্রেম পরের জন্মে দেওয়ার ভাবনা সহজ, সহদয় মানসিক সন্নিধির সৌন্দর্য এক জন্মেই জন্মান্তর ঘটাতে পারে এ কথা অসন্দিগ্ধভাবে ভাবা এ গল্পের নারীটির পক্ষে কঠিন। কেননা তার নান্দনিক দ্রোহের আয়ু মাত্র দুদিন, কারণ তার বিয়ে আর মাত্র দুদিন পরে, 'হিমানীর মনে হল তার দ্বিতীয় জীবন শেষ হতে আর শুধু দুই দিন বাকি।'
অচিন্ত্যকুমার অন্নদাশঙ্করের মতোই ব্রাহ্ম শুচিবায়ু বা ভিক্তটোরিয় প্রুডারি থেকে তাঁদের কথাসাহিত্যের শারীরিক সম্পর্ককে যথোচিত্ত দূরত্বে স্থাপন করতে জানতেন। যা সুষ্ঠু সুন্দর সামুচিত ও শোভন তা নির্ভান অথচ চিশীলভাবে প্রকাশের পরিশীলন তাঁর গদ্যশৈলী আয়ত্ত করতে পেরেছিল। তাঁর গল্পে innuando ইনন্যুএনডো বা বত্রভাষণ যৌনতার তির্যক প্রকাশে স্বচ্ছন্দ, অদীক্ষিত পাঠকের কখনও - কখনও তা বিস্কে বা অসমীচীনভাবে অনৈতিকতার ঝুঁকি নেওয়া রসিকতা মনে হতে পারে। শিবরাম চত্রবর্তীর সহৃদয় সকৌতুক ৱেযমকের নিশ্চেতনায় এ প্রবণতা লুকিয়ে ছিল, এ ক্ষেত্রে তা প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। অন্তত প্রকাশ হয়ে পড়তে চেয়েছে। আর একজন পরিচ্ছন্ন গল্পলেখক রাজশেখর বসুর সাহায্য রচনাতেও শুচিবায়ুর অনুপস্থিতি দক্ষ্যগোচর।
অচিন্ত্যকুমারের প্রেমের গল্প যে স্থায়ী তীব্র সর্বাতিশায়ী আবেগের ব্রত তাপ বিকীর্ণ করে দ্রুত শেষ হয়ে যায় তাকে অনুরাগ না বলে সংরাগ বলতে ইচ্ছা করে। আতশকে কেন্দ্রীভূত আলো আগুন ধরানোর ঠিক পূর্বমূহুর্তে যেমন তেমন এক পরম প্রাপ্তির লক্ষে গল্পের একটি দুটি চরিত্রের সব প্রত্যাশা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়। আলোর উৎপ্রেক্ষা এই জন্যই যে অচিন্ত্যকুমার শিল্পীকে এবং জীবনশিল্পীকে সৌর কল্পচিত্রেই প্রত্যক্ষ করেন। 'সূর্যদেব' গল্পের বৃদ্ধ অন্ধ ঠাকুরদাস মধ্যরাতে স্টেশনের তীর্থযাত্রায় মহাত্মার দর্শন পেয়েছে মনে করে। যে আলো অসুস্থ বালক পৌত্রেয় অনাময় হয়ে আসে মহাত্ম যেমন তারই মনে। ঠাকুরদাস বলে কিছুই আমি দেখি না চারদিকে, তোর মুখখানা পর্যন্ত নয়। তবু তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখে

এলাম। কুয়াশা সরিয়ে হঠাৎ রোদের ঝলক দিয়ে উঠছেন যে এখনসূর্যদেব, ঠিক তাঁর মতো।' 'আর্টিস্ট' গল্পে শিল্পীর মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা একই ছবিতে উদ্ভাসিত 'তার মৃত্যুটা যেন সূর্যের আকস্মিক নির্বাপণের মতই অসম্ভব। 'অপরাধ' গল্পে ডেটিনিউ বন্ধুর কোলের উপর স্ত্রীর কান্না দেখে স্বামী তার সংরাগের পরমতাকে এমন স্বীকৃতি দেয় "তোমার কোন ভয় নেই, কোন লজ্জা নেই। যদি তুমি বুঝে থাক তোমার সন্তান, তোমার ঘর - সংসার, সমস্ত কিছুর থেকে তোমার দেশ বড়, তোমার দেশের জন্য সব কিছু তুমি ছেড়ে চলে যেতে পারো মুহূর্তে, তা হলে তুমি কোনই অপরাধ করো নি।" জীবনানন্দের একটি গল্পের এক স্বামী এভাবেই স্ত্রীর প্রেম এ দেশপ্রেমকে একবাক্যে স্বীকার করেছে। অচিন্ত্যকুমারের প্রেমের গল্পে কোথাও এসংরাগ কামনার তীব্রতায়, দাম্পত্যকলহের গুত্রিয়া, ব্যক্তিগত মনোবিকারের সংবেগে আসন্ন হয়ে এসেছে, বিরস দিন ও বিরল কাজের মধ্যে প্রেমের আবির্ভাবের সমারোহকে তাঁর চরিত্ররা কখনো কখনো ফিরিয়ে দিয়েছে। হৃদয় ও মনন, নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের সমবায়ে এ সংরাগ সম্পন্ন বলেই অচিন্ত্যকুমার সংরক্ত চরিত্রেরাও মাঝেমধ্যে পশ্চাদপসরণ করে। যেমন, 'ওভারটাইম' গল্পের প্রেমিক বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি টাকার লোভে নির্ধারিত সময়ে প্রেমিকার কাছে যেতে পারে না। তারপর প্রেমিকা অন্যত্র বিয়ে করলে প্রেমিক সেই নববধূর দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপরে

শূন্য চোখে চারদিকে তাকাল সোমনাথ। বললে, 'তোমার কাছে আমার একটা পাওনা ছিল তাই নিতে এসেছি।'

(মিত্রা) বললে, 'কিন্তু দেখছ তো আমি নতুন চাকরি নিয়েছি।

এ চাকরিতে বাড়তি আয় নেই।'

এগুতে চাইল সোমনাথ। বললে, 'কী, শোধ দেবে না?'

দরজা জুড়ে দাঁড়াল মিত্রা। বললে, 'কী করে দিই বল। আমি ওভারটাইম খাটি না।

অচিন্ত্যকুমার 'রং নাম্বার' গল্পে প্যাশান আর ফ্যাশানকে মিলিয়েছেন, কিন্তু তাঁর গল্পগুচ্ছে প্যাসন আর স্টাইলেরই মিলন ঘটেছে। তাঁর বড় উপন্যাসে তো নয়ই, এমনকি তাঁর নভেলেটও নয়, ছোটোগল্পেই ঐ অঙ্গীকার সব থেকে সার্থক হতে পেরেছে। দুই-আড়াই পৃষ্ঠার ছোটগল্প ও অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, অকৃতার্থ রচনা হয় নি সে - সব, তবু তাঁর গল্প লেখার ধাত ও হাত বনফুলের মতোনয়, তাঁর সে - ফুল তিনদিনের প্যাসন- ফ্ল্যাওয়ার, পাঁচ - সাত কি নয়- দশ পৃষ্ঠার গল্পেই তাঁর রচনার যথার্থ মুক্তি, গাঢ়বন্ধ সংযমেই তাঁর উচ্ছ্বসিত আবেগের শান্তি। এমন রূপদক্ষতাতেই নান্দনিকের চরিতার্থতা। 'খেলাওয়ালী' গল্পের নায়িকার নিজের সম্পর্কে উপলব্ধি 'গুণ থাকলেই গুণ করে।' অচিন্ত্যকুমার জিপসি নন, সুস্থিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক, তবু গুণ ছিল বলেই তিনি বাঙালি পাঠককে গুণ করে রেখেছেন, এখনও তাঁর পাঠক তাঁর গুণ ভাগ করে নিতে পারছেন, শতবর্ষের পরে তংার গুণ হয়তো আরও যোগ করা অসম্ভব হবে না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com